দৈনিক বাংলা

232

~~152~~

তারিখ ... ১৩।২।৮১ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪ ...

নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী/মোহাম্মদ হেদায়েতউল্লাহ

নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রসঙ্গে আলোচনার জন্যে আমরা অভিভাবক এবং শিক্ষক—নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আলোচনায় অংশ গ্রহণের আহবান জানিয়েছি। এখানে জনাব মোহাম্মদ হেদায়েতউল্লাহ বিষয়টির ওপরে আলোচনা করেছেন। আমরা তা পত্রস্থ করলাম।

—সম্পাদিকা।

নিরক্ষরতা জীবনের অভিশাপ। নিরক্ষর লোক অন্ধকারে নিমজ্জিত, অজ্ঞ এবং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব হয়েও জীবনের আলো হতে বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত। জাতীয় জীবনকে সুপরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন কর্মকান্ডে অগ্রসর করানোর জন্য অক্ষর-জ্ঞান দান একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে, বাংলাদেশের সকল উন্নয়ন কার্যাবলী ধ্বংস হতে বাধ্য যদি এ দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর থাকে। অর্থাৎ নিরক্ষরতাই জাতীয় উন্নয়নের ভয়াবহ ব্যাধি।

জাতীয় জীবনের এই ব্যাধি ও অভিশাপ হতে মুক্তিলাভের জন্য বর্তমান সরকার গণশিক্ষা কার্যক্রম অর্থাৎ অজ্ঞজনকে অক্ষর-জ্ঞান দান করার জন্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিপ্লবের ডাক দিয়েছেন এটা সত্যি প্রশংসার দাবীদার। বিশেষ করে, মহামান্য, রাষ্ট্রপতিসহ জাতীয় শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মকান্ডে জড়িত সকল কর্মীবৃন্দ এই কাজে যেভাবে তাঁদের অমূল্য সময় অতিবাহিত করছেন, তাতে একটা আশাব্যঞ্জক ফল লাভ করা সম্ভব হবে।

কিন্তু এই মহান দায়িত্বে স্কুল কলেজের পরীক্ষার্থীদের যেভাবে জড়ানো হয়েছে, তাতে সঠিক ফলোদয় কতটুকু হবে সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। যদিও এই ব্যাপারে দেশের অভিজ্ঞ পন্ডিত, জ্ঞানী, গুণী, শিক্ষাবিদ পরিকল্পনাবিদসহ সুধীজনের মতামত ও নির্দেশকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পাথেয় হিসাবেই ধরে নিয়েছেন, তবুও একথা বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না যে, এটা আসন্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের উপর একটা চাপের সৃষ্টি করেছে এবং অনেকে মানসিক দিকশূন্য জ্ঞান হারিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার করুণার পাত্রে পরিণত হয়েছে। মোট কথা আসন্ন পরীক্ষায় পাসের ব্যাপারে মেধা শিক্ষার্থী ছাড়া সবাই এখন উদ্বিগ্ন ও নিরাশ। আবার, অন্যদিকে শোনা যাচ্ছে, আসন্ন পরীক্ষা হতে 'গ্রেস মার্ক' দেয়া হবে না।

আশার কথা, কিন্তু এ ক্ষেত্রে পাশের শতকরা কমতি দেখা যাবে। কারণ, শিক্ষা ব্যবস্থার আসল দোষ-মুক্ত না করে, এটা সমস্যাকেই শুধু বাড়াবেই না, দরিদ্র দেশের জনগণ হিসাবে অধিকাংশ অভাবিত শিক্ষার্থীকে ভাবিয়ে তুলেছে এবং অনেকের উচ্চ শিক্ষা লাভের বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দিয়েছে।

তবে, শিক্ষা বোর্ডের দয়ায় পরীক্ষায় পাস করা কারোরই আশা করা উচিত নয়। কিন্তু, শিক্ষা ব্যবস্থার নানান বৈষম্য, শিক্ষা পদ্ধতি, সমঝোতার অভাব, শিক্ষা উপকরণের ঊর্ধ্বগতি মূল্য বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাবই দেশের অভাবিত শিক্ষার্থীকে বিপন্ন করে তুলেছে। ফলে, অধিকাংশরাই কারোর দয়ার উপর নির্ভর করে থাকে। পাস করলে সৌভাগ্য নচেত ভাগ্যের দোষ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থায় প্রতিটি পরীক্ষার্থীকে তার নিরক্ষর শিক্ষার্থীকে নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকমন্ডলীর দ্বারা পরিচালিত এবং বহিরাগত পরীক্ষক দ্বারা নির্দেশীয় পরীক্ষায় অংশ-গ্রহণ করাতে হবে। সেই নিরক্ষর শিক্ষার্থীর কর্তৃত্বের উপরই নির্ভর করবে পরীক্ষার্থীর কর্ম অভিজ্ঞতা। যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় তো ভাল। না হলে নিরক্ষর শিক্ষার্থীকে আনা-নেয়ার ব্যয়সহ সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। পরিণতিতে পরীক্ষার্থীর ভাগ্য অনিশ্চিত। পরাজয় অবধারিত।

তাছাড়া, এতে দুর্নীতির প্রসঙ্গটাই বা কি করে বাদ দেয়া যায়। কেননা, আমাদের জাতীয় জীবনের কিছু কিছু ক্ষেত্র বাদে সমস্ত স্তরেই দুর্নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত। যার ফলে মার্কসিট নকল হয়, আন্ডারগ্রাউন্ড শিক্ষা বোর্ডের আবিষ্কার হয়, পরীক্ষার আসল খাতা মুদী দোকানে থাকে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং যারা আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল তারা যদি কোন শিক্ষক নিয়োগ করে একজন নিরক্ষরকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে তাও বা কিভাবে বোঝা যাবে? অথবা, কেউ যদি শিক্ষিতকেই নিরক্ষর সাজায়?

আমার জানা মতে দু'একটা ঘটনা বলা যেতে পারে, আসন্ন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী পারভীন বানু তার জন্য একজন নিরক্ষর মহিলা বা শিশুর প্রয়োজনে হন্যে হয়ে সবাইকে আবেদন নিবেদন করলে, তার জন্য একজন বয়স্কা মেয়ের যোগাড় হয়। প্রথম দিন তার প্রশিক্ষণ দানের সময় সেই মেয়েটি মাস শেষে তাকে কত পারিশ্রমিক দেয়া হবে তা জানতে চায়। পারভীন তো হতভম্ব। একদিকে এত অল্প সময়ে নিজের পড়া-লেখার অসুবিধায় একজন অশিক্ষিতকে শিক্ষা দেয়া, আর অন্যদিকে নিজের টাকা নষ্ট করা পরীক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব নয়।

আবার, একই পরীক্ষার বিজ্ঞানের পরীক্ষার্থী জাহানারা রহমান অতি-কষ্ট করে নিজ লেখাপড়ার ফাঁকে অবসর ভ্রমণ, আনন্দ, বাদ দিয়ে জনৈক জাবের আলী নামের একজন নিরক্ষর কিশোরকে শিক্ষা দেয়। ছাত্রটিও অল্প দিনে সুন্দরভাবে শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু হঠাৎ করে ছেলেটি সে বাসা হতে অন্যত্র চলে যায়, তার কোন খোঁজ নাই। এখন পরীক্ষার্থীর কি হবে?

এরূপ নানা পরীক্ষার্থীর নানান অভিযোগ। এমতাবস্থায়, আবশ্যিক বিষয় হিসাবে গণশিক্ষায় পাস করা তথা আসন্ন পরীক্ষায় পাস করা প্রতিটি পরীক্ষার্থীকে মানসিক অস্থিরতায় ফেলেছে। কেউ কেউ এতে ভীষণ অসুবিধায় ও হতাশায় ভুগছে।

অন্যদিকে অনেক অভিভাবক তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভীষণভাবে চিন্তিত। কেউ কেউ তো সন্তানের প্রয়োজনে নিজেই নিরক্ষরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। আবার কেউ শিক্ষক রেখে দিয়েছেন, কত নিরক্ষর তো মাত্র একারণের জন্য মুনিবের প্রিয়জন কেউ বা বেতনভুক্ত। জনৈক অভিভাবক তো পত্রিকার মাধ্যমে বলেই দিয়েছেন, 'আমরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্তান পাঠাই শিক্ষিত করার জন্য, কাউকে শিক্ষা দেয়ার জন্য নয়।' এই যে আক্ষেপ এতে পরীক্ষার্থী বা নিরক্ষর শিক্ষার্থীর কারো কোন মঙ্গল হবে বলে মনে হয় না। বরঞ্চ এরূপ উক্তি জাতীয় জীবনে কল্যাণকর নয়।

দেশের প্রতি মমত্ববোধ বা দেশপ্রেমের জন্য জাতীয় জীবনকে অশিক্ষার অন্ধকার হতে মুক্ত দেখা প্রতিটি বাংলাদেশীর অবশ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ কাজে শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রীদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। তাদের আত্মকেন্দ্রীক হওয়া অনুচিত। কারণ, একজন শিক্ষার্থী যদি তার চারপাশের অন্ধজনদের মধ্যে কমপক্ষে একজনকেই জ্ঞানের আলোদান করতে না পারে, তবে তার ছাত্রত্বই ব্যর্থ। এরূপ আত্মকেন্দ্রীক অর্ধশিক্ষা কারো কল্যাণে তো আসেই না, বরঞ্চ তা কর্তৃক প্রতিভাকে নষ্ট করে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব মানুষের অমূল্য ধন মনুষত্বকেও বিনষ্ট করে।

সুতরাং, দেশের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে এ কাজে পিছিয়ে থাকলে চলবে না। তাদের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারা সমর্থক যোগ্য নয়। বরং এতে পরীক্ষার্থীদের ক্ষতিই অতিরিক্ত বহন করছে। কাজেই সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাই একমাত্র পরীক্ষার্থীর ও নিরক্ষর শিক্ষার্থীর মঙ্গল আনতে পারে। উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতীয় জীবনের অজ্ঞতা দূরীভূত হতে পারে।

আমার মতে, শিক্ষা বিভাগের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে নিরক্ষরদের সুসংগঠিত করে পরীক্ষার্থীদের চূড়ান্ত পরীক্ষার শেষে ফলাফল প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত যে দীর্ঘ অবসর থাকে, সে সময় প্রতিটি কলেজ বা স্কুলে পরীক্ষার্থীদের রুটিন মাফিক এক একটি দল করে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে প্রতিটি পরীক্ষার্থীর শিক্ষাদান পদ্ধতি, নিয়মিত উপস্থিতি, আগ্রহ এবং নিরক্ষরকে সহজে অক্ষর পরিচয় করানো ইত্যাদি পারদর্শিতার জন্য প্রতিযোগিতামূলক নাম্বারের ব্যবস্থা করলে সমস্যার একটা সঠিক সমাধান সুশৃংখলভাবে মিলতে পারে। এতে সবাই আনন্দ চিত্তে, স্বচ্ছন্দে মনোযোগের সঙ্গে শিক্ষাদান করিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অবসর সময়টা কাটিয়ে দিত এবং এতেই জাতীয় উদ্দেশ্যের সাফল্য অর্জন অনেকটা সহজ হতো।

শুধু তাই নয়, শিক্ষা উপকরণের ক্রমধাবমান মূল্য বৃদ্ধিও এ কাজের একটা বাধা। বিশেষ করে, পরীক্ষার্থীকে কোন অশিক্ষিতকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য অন্ততঃ পক্ষে যে সমস্ত সামগ্রী আবশ্যক সেগুলো স্বল্প মূল্যে ন্যায্যমূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা করা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের একান্ত দরকার। আবার প্রতিটি শিক্ষার্থী মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যদি অন্ততঃ তার পরিবারের সদস্য সদস্যাকে শিক্ষিত করে তোলে তাতেও অনেকটা সুফল পাওয়া যাবে।

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

নিরক্ষরতা দূরীকরণ

(৬-এর পৃঃ পর)

মোট কথা, সরকারী প্রচেষ্টা যেভাবে চলছে, তার সঙ্গে সঙ্গে যদি শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হিসাবে আইন পাস করিয়ে দেশের শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় স্কুল ও শিক্ষকের ব্যবস্থাসহ বিনামূল্যে বই ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ও বিনা বেতনে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন তাতেই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সঠিক সুফল লাভ সম্ভব হতো এবং জাতি তাঁর আকাংক্ষিত সাফল্য লাভ করে বিশ্বের মানচিত্রে নিরক্ষর মুক্ত দেশ হিসাবে সম্মানিত আসন লাভ করে আদর্শ জাতি হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকতো।